কালের কণ্ঠ

তারিখ 03 MAY 2014
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ৪

ক্লাস শুরুর সিদ্ধান্তে ৪৯ ঘণ্টা পর মুক্ত হলেন উপাচার্য

পাঁচ শর্ত মানলে ফিরবে সাধারণ শিক্ষার্থীরা

বাকৃবি প্রতিনিধি ►

আগামীকাল রবিবার থেকে ক্লাস শুরুর সিদ্ধান্ত নেওয়ায় ৪৯ ঘণ্টা পর মুক্ত হয়েছেন ময়মনসিংহের বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের (বাকৃবি) উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. রফিকুল হক। গত বৃহস্পতিবার উপাচার্যের বাসভবনে অনুষ্ঠিত জরুরি সিন্ডিকেট সভায় ক্লাস শুরুসহ আটটি সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

এর আগে ক্লাস-পরীক্ষা শুরুর দাবিতে উপাচার্যকে তাঁর বাসভবনে অবরুদ্ধ করে রাখে অনুষদীয় ছাত্র সমিতির ব্যানারে ছাত্রলীগ নেতা-কর্মীরা। পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ও ছাত্রলীগ নেতা সাদ ইবনে মমতাজ হত্যায় জড়িতদের গ্রেপ্তার ও পূর্ণাঙ্গ বিচারের দাবিতে ছাত্র ধর্মঘট পালন শুরু করে সাধারণ শিক্ষার্থীরা। বৃহস্পতিবারের সভায় ক্লাস শুরুর সিদ্ধান্ত নেওয়া হলে ছাত্র সমিতির নেতারা উপাচার্যের বাসভবনের সামনে থেকে অবরোধ তুলে নেন। তবে আন্দোলনরত সাধারণ শিক্ষার্থীরা জানিয়েছে, তাঁদের দেওয়া পাঁচটি শর্ত প্রশাসন মেনে নেওয়ার আশ্বাস দিলে আগামীকাল সকাল থেকে তারা ক্লাসে ফিরবে। গতকাল শুক্রবার বাকৃবি সাংবাদিক সমিতির কার্যালয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এ কথা জানানো হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ ও ►► পৃষ্ঠা ৮ ক. ৪

ক্লাস শুরুর সিদ্ধান্তে ৪৯ ঘণ্টা —

►► শেষ পৃষ্ঠার পর

প্রকাশনা দপ্তর থেকে জানানো হয়, উপাচার্যের বাসভবনে অনুষ্ঠিত সিন্ডিকেটের ৩০৩তম বৈঠকে বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে দীর্ঘ আলোচনার পর আটটি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সিদ্ধান্তগুলো হচ্ছে—বিশ্ববিদ্যালয়ের মাৎস্যবিজ্ঞান অনুষদের ছাত্র সাদ ইবনে মমতাজ হত্যাকাণ্ডের পরিপ্রেক্ষিতে যথাযথ তদন্তপূর্বক দ্রুত বিচার আইনে বিচারের ব্যবস্থা করা, হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িতদের গ্রেপ্তারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা, বিশ্ববিদ্যালয়ের সব ক্লাস আগামীকাল থেকে শুরু হবে এবং যথাশীঘ্র সম্ভব পরীক্ষা শুরুর ব্যবস্থা করা, সর্বস্তরের শিক্ষক-শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা-কর্মচারীর নিরাপত্তার জন্য কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা, সম্পূরক তদন্ত কমিটির প্রতিবেদন ২১ দিনের আগেই দেওয়া যায় কি না সে বিষয়ে তদন্ত কমিটির সঙ্গে আলোচনা করা, তদন্ত সাপেক্ষে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী লাঞ্ছনাকারীদের প্রয়োজনীয় শাস্তির ব্যবস্থা করা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বস্তরের শিক্ষক-শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা-কর্মচারীর সঙ্গে উপাচার্যের মতবিনিময়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করা। এ ছাড়া ক্যাম্পাসে শিক্ষার অনুকূল পরিবেশ বজায় রাখার স্বার্থে প্রশাসন ও অনুষদীয় ভবনের সম্মুখে সব ধরনের অবস্থান ধর্মঘট, সভা, সমাবেশ ও মিছিল সাময়িকভাবে বন্ধ রাখার জন্য আহ্বান করা হয়। সিন্ডিকেটের সিদ্ধান্ত মেনে নিয়ে বৃহস্পতিবার বিকেল ৫টার দিকে উপাচার্যের বাসভবনের ফটক থেকে অবরোধ তুলে নেয় অনুষদীয় ছাত্র সমিতি। এরপর ক্যাম্পাসে সমিতির নেতারা আনন্দ মিছিল করেন।

এদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের নবনিযুক্ত প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের সঙ্গে গতকাল দফায় দফায় বৈঠক করেছে সাদ হত্যার পূর্ণাঙ্গ বিচারের দাবিতে মাসব্যাপী আন্দোলনরত সাধারণ শিক্ষার্থীরা। পরে তারা বাকৃবি সাংবাদিক সমিতির কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলন করে। সম্মেলনে আন্দোলনকারীদের পক্ষে লিখিত বক্তব্য পড়ে শোনান আনাস আল ইসলাম। লিখিত বক্তব্যে বলা হয়, আন্দোলনকারীরা প্রশাসনকে পাঁচটি শর্ত দিয়েছে। আগামীকাল সকাল ৮টায় আন্দোলনকারীরা প্রশাসন ভবনের ফটকে জমায়েত হবে। সেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন উপস্থিত হয়ে আমাদের শর্ত মেনে নেওয়ার আশ্বাস দিলে আমরা সকাল ৯টা থেকে ক্লাসে ফিরব। এর আগ পর্যন্ত সর্বাত্মক ছাত্র ধর্মঘট অব্যাহত থাকবে। সংবাদ সম্মেলনে অভিযোগ করা হয়, সাদ হত্যার পূর্ণাঙ্গ বিচার ও নিরাপত্তার দাবিতে ক্যাম্পাসে মাসব্যাপী আন্দোলনের পরও নিরাপত্তাব্যবস্থার তেমন কোনো উন্নতি হয়নি। এখন ছাত্রীরা ক্যাম্পাসের বিভিন্ন স্থানে ইভ টিজিং এবং হলে বিভিন্ন ধরনের হয়রানির শিকার হচ্ছে। আন্দোলনরত ছাত্রদের বিভিন্ন ধরনের হুমকি-ধমকিও দেওয়া হচ্ছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক পরিস্থিতি সম্পর্কে নবনিযুক্ত সহকারী প্রক্টর অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আল মামুন কালের কণ্ঠকে বলেন, 'আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের শর্ত মেনে নেওয়া হয়েছে। তারা আগামীকাল থেকে ক্লাসে ফিরবে বলে আমরা আশাবাদী।' শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তার বিষয়ে তিনি বলেন, 'আমরা নতুন দায়িত্ব নিয়েছি। শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে প্রক্টর, ছাত্রবিষয়ক বিভাগ ও সব শিক্ষার্থীর সহযোগিতা কামনা করছি।'